R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১১ই আগষ্ট, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

ভাঙ্গনের রুদ্রমূর্তি দেখতে সেচের চীফ ইঞ্জিনীয়র আসছেন

বিশেষ সংবাদদাতা : গত সাতদিনে জঙ্গিপুর মহকুমার ভাঙ্গন পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। পদ্মা ও গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী প্রায় দুশো পরিবারকে বিপদের আশঙ্কায় অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাঙ্গন তীব্র আকার নিয়েছে মিঠিপুর, বাজিতপুর এবং দারিয়াপুরে। আগামী এক মাসের মধ্যে ভাঙ্গন আরও ভয়াবহ আকার নেবার আশংকা রয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে জঙ্গিপুর গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র বাদল দাসগুপ্ত জানান, ভাঙ্গন পরিস্থিতি সরজমিনে দেখতে ১৩ আগষ্ট রাজ্য সেচ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়র শীতল দে জঙ্গিপুরে আসবেন। শ্রীদাসগুপ্তের আশংকা 'বর্ষার পর গঙ্গার স্ফীত জল কমে যাবার মুহূর্তে ভাঙ্গন রুদ্রমূর্তি ধরবে এবং বহু এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' এদিকে জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন 'ভাঙ্গনের ফলে স্পার ধসে গিয়ে প্রায় ৬০টি বাড়ি ইতি-মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিনি জানান নয়নসুখ থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ৯৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১৯টি জায়গায় ভাঙ্গন চলছে। বহুদিন বন্ধ থাকার পর এই ভাঙ্গন শুরু হয়েছে মার্চ্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।' গঙ্গায় জলের বিপদ-সীমা ২২'৫০ মিটার। বুধবার রাত্রে জল এই সীমার প্রায় ৮ সেমি উপর দিয়ে বইছে। এ দিকে বিভিন্ন এলাকা থেকে সংবাদদাতারা জানিয়েছেন, গঙ্গার ভাঙ্গনে নিমতিতা, বাজিতপুর, মিঠিপুরের বাঁধানো স্পারগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকের ধারণা সরকারী পর্যায়ে আগে থেকে ব্যবস্থা নিলে স্পারগুলোকে হয়ত বাঁচানো যেত।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল দেখে গেলেন 'কোথাও খরা, কোথাও বৃষ্টি'

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টি হলেও মুরশিদাবাদ জেলার বহু এলাকায় এখনও তীব্র খরা চলেছে। সোমবার কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের কাছে বহরমপুরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, জেলা জুড়ে এই অনাবৃষ্টির প্রকোপে ৩০ কোটি টাকারও উপর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১২ লক্ষ কৃষি মজুরের মধ্যে অনেকেরই কোন কাজ নেই। সমীক্ষক দল বীরভূম যাওয়ার পথে কান্দীর কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি সম্প্রতি জেলার খরা পরিস্থিতি নিয়ে জেলার পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে কলকাতা ফিরে গেছেন। তিনি মহাকরণে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এক যাত্রায় পৃথক ফল

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেকার ভাতার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে গিয়ে প্রত্যেক বেকারকে রঘুনাথগঞ্জ ইউ বি আই শাখায় এক টাকা করে গচ্ছা দিতে হয়েছে। জেলার অন্যান্য ব্যাংকের শাখা কিন্তু বেকারদের কাছ থেকে কোন 'গচ্ছা' না নিয়েই সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন—কয়েকজন যুবক এই প্রশ্ন তুলে আমাদের দপ্তরে এসে অভিযোগ করে গেছেন।

'মহকুমায় ভূয়া ইউনিট উদ্ধারে ব্যাপক অভিযান চলবে'

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের খাদ্য নিয়ামক গৌতম চৌধুরী বৃহস্পতি ও শুক্রবার হঠাৎ হানা দিয়ে মহকুমার ৬টি রেশন দোকান থেকে ১০৪টি রেশন কার্ড এবং হিসেব বহির্ভূত চাল, গম, চিনি ও কেরোসিন তেল আটক করেছেন। সেই সঙ্গে তিন রেশন ডিলারের লিখিত স্বীকৃতিমত ৩৬০টি ভূয়া ইউনিটের খোঁজ মিলেছে। শ্রীচৌধুরীর সন্দেহ মহকুমায় অন্ততঃ বিশ হাজার ভূয়া লোকের নামে প্রতি সপ্তাহে রেশন তোলা হচ্ছে। তাই আগামী মাস খানেকের মধ্যে ভূয়া ইউনিট ধরতে ব্যাপক অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে গৌতমবাবু জানান, সুতির বাউরিপুনির এক রেশন ডিলারকে এদিনই শো কজ করা হয়েছে। আরও পাঁচ ডিলারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, মহেশাইলের এক রেশন দোকান থেকে ৫২ লিটার অতিরিক্ত কেঃ তেল মিলেছে। তার ঘরে খাতাপত্রের হিসেবের তুলনায় ৬ কুঃ চাল, ৭১'৪০০ কেজি চিনি ও ৫৭ কেজি গম কম পাওয়া গেছে। ঐ ডিলারের দোকান থেকে ৯৮টি রেশন কার্ড পাওয়া গেছে। মির্জাপুরের এক রেশন দোকান থেকেও পাওয়া গেছে ৬টি রেশন কার্ড এবং অতিরিক্ত ২৪০ কেজি গম যা আটক করা হয়েছে। ঐ দোকানে গম ও চালের হিসেবেও গড়মিল পাওয়া গেছে। শ্রীচৌধুরী জানান, অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কার তিন রেশন ডিলার যথাক্রমে ৬০, ২৪০ এবং ৬০টি ভূয়া ইউনিট নিজে থেকেই স্বীকার করেছেন। আগামী কয়েক সপ্তাহে মহকুমার রেশন দোকানগুলিতে ব্যাপক অভিযান চালানো হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

অধ্যক্ষের অবসর নতুনের খোঁজ মেলেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে ৩১ জুলাই অবসর নিয়েছেন। তিনি ঐ কলেজে অধ্যক্ষের পদে প্রায় ১১ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা নেতাজী এশিয়ান ষ্টাডিজ এ যোগ দিয়েছেন বলে জানা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চোলাই-এর কারবারে ভদ্রপল্লী বিষাক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের বালিঘাটা পল্লীতে চোলাই মদের আখড়া ফুলে ফেঁপে ওঠায় নাগরিক জীবন বিপন্ন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই কারবার চলছে বুক ফুলিয়ে। স্থানীয় যুবকদের মধ্যেও এর কুফল পড়েছে। তাদের মধ্যে মাদকাশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভদ্রপল্লী বিষিয়ে উঠছে। ঐ এলাকার নাগরিকেরা অবিলম্বে চোলাই-এর আখড়া বন্ধের দাবী জানিয়েছেন।

লক্ষের প্রয়োজনে মিলেছে মাত্র ২ হাজার

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমায় নতুন রেশন কার্ড চেয়ে প্রায় ২০ হাজার দরখাস্ত খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরে জমা পড়েছে। এ পর্যন্ত মিলেছে মাত্র ২ হাজার রেশন কার্ড। আশা করা হচ্ছে আরও কিছু রেশন কার্ড মিলবে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিনা অডিটেই গ্র্যান্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড হওয়া সত্ত্বেও জঙ্গিপুর কলেজে গত কয়েক বছর থেকে অডিট হয়নি। তবুও ঐ কলেজে নিয়মিত সরকারী অনুদান পাঠানো হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী অডিট রিপোর্ট ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য পেতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

দুর্য্যোধন : নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরোধ করি। নিস্তব্ধ করিয়া দিব.....

ধৃতরাষ্ট্র : নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে গভীর অটিল মূল সুদূর প্রসারে নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ত-তল। রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে গোপন হৃদয় দুর্গে।

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া বিহার বিধানসভা যে সংবাদ-পত্র বিরোধী প্রেস বিল পাশ করিয়া-ছেন—তাহার প্রতি বাদে আমরা রবীন্দ্র কথিত বাণী উচ্চারণ করিয়া তীব্র নিন্দা জানাইতেছি।

—সম্পাদক

॥ ভিন্ন চোখে ॥

ঘর বাঁধার স্বপ্ন সব মেয়েই দেখে। মেয়েদের মনের নিভৃত কোণে এই বাসনা থাকে সুপ্ত অবস্থায়। একটা নিজস্ব সংসার। একটি সুখী নিটোল জীবন। মনের মাধুরী দিয়ে মেশানো একটি নিজের ঘর।

মানুষ যা ভাবে তা হয় না। যা চায় তা পায় না। সেই যে একটি কথা আছে : 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই—যাহা পাই তাহা চাই না।'

এ দেশের মেয়েদের ভাগ্যে তাই ঘটছে। ভারতবর্ষের মাটি অনেক মহামানবের পদধূলিতে ধন্য। মধুময় এই ধূলি। এই মহামানবের সাগর-তীরে মেয়েরা পণ্যবস্তু হিসাবে বিকায়। এক দেশ থেকে আর এক দেশে চালান হয়। কখনও ঘর বাঁধার স্বপ্ন চোখে নিয়ে। কখনও বা কোন প্রলোভনের শিকার হয়ে। অর্থনৈতিক কারণ ও সামাজিক ব্যবস্থা বোধ হয় এর জন্য দায়ী। অভাবের তীব্র তাড়নায় হতবুদ্ধ হয়ে মানুষ তার প্রবৃত্তিকে পঙ্কিল স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেক বাবা মোটা পণের বিনিময়ে নিজের অনূঢ়া মেয়েকে তুলে দিচ্ছে কোন ভিনদেশীর হাতে। অথবা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান না পেয়ে বা পণের টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে মেয়েকে সম্প্রদান করছে এক অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে। সেই মেয়েটি যার সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধল সে বুঝতে পারলো না যে এ গাঁটছড়া মজবুত নয়। এ শুধু কাঁটার মালা। এক অনাস্বাদিত সুখের জোয়ারে তখন সে ভাসছে। তার পরের অধ্যায় অতি মর্মান্তিক।

এভাবে অনেক মেয়ে আলো থেকে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। যারা অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করেছে তাদের অনেকে আলোয় আসতে নারাজ। কারণ তাদের চোখের সামনে ভাসছে—অনাহার-অভাবক্লিষ্ট পরিবারের দুঃস্থ ছবি। আবার অনেকের আসার ইচ্ছে থাকলেও সমাজের বিধি নিষেধের দাপটে আসতে পারে না। এভাবে শত শত মালতী, উত্তরা, রোশনারা, ফুলমোতি হারিয়ে যাচ্ছে জনারণ্যে। ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন শহরে। দেশ থেকে দেশান্তর। আলো থেকে অন্ধকারের নরকে।

মণি সেন

কেন এই বিরোধ, কে দায়ী, কতটা দায়ী (২)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিমান হাজরা

ওয়ান ইউনিট অতঃপর কলকাতায় আই জি আরকে সব ঘটনা জানিয়ে শংকরকে নিয়োগপত্র দেবার দাবী জানালে আই জি আর পুনরায় ডি আর (জেলা রেজিষ্ট্রার) কে ১-৬-৮২ তারিখের ৪৩৫৭নং আদেশে শংকরকে বাবার নাইটগার্ড পদে নিয়োগের জন্য চিঠি দেন। একদিকে আই জি আরের চিঠি অন্য দিকে কো-অর্ডিনেশনের চাপ। নিরাপত্তায় আতংকিত ডি আর বিমল ব্যানার্জি ৯ জুন সার্কিট হাউসে খরাত্রাণ সংক্রান্ত একটি সভায় হাজির থেকে ডি এম, এস পি ও বিভিন্ন এম এল এ'র উপস্থিতিতে মন্ত্রী আব্দুল বারিকে সব ঘটনা জানিয়ে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলে এস পি ও ডি এম তাকে অভয় দেন। এবং উপরওয়ালার নির্দ্দেশ মেনে কাজ করার পরামর্শ দেন। সেই দিনই ডি আর অফিসে গিয়ে শংকরের নিয়োগপত্র ইস্যু করেন। খবর পেয়ে ছুটে যান কো-অর্ডিনেশনের এক নেতা সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মী শক্তি দত্ত। রেজিষ্ট্রারের হাত থেকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়ে যান সেই নিয়োগপত্র। রেজিষ্ট্রারের কাছ থেকে খবর পেয়ে এ ডি এম পরদিন (১০ জুন) তাঁর খাস কামরায় পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানে তিনটি সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে কো অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা গড়হাজির রইলেন। ১১ জুন কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক বিশেষ সদস্য আই জি আরের একটি চিঠি জেলা রেজষ্ট্রারকে পৌঁছে দেন। সেই চিঠিতে আই জি আর লেখেন 'যেহেতু শংকর কুণ্ডু বাবার মৃত্যুর এক বছর পর আবেদন করেছেন তাই তার চাকরিতে নিয়োগের আদেশটি বাতিল করা হল।' কো-অর্ডিনেশন শংকরকে নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করেছেন কেন এ সম্পর্কে তারাও একটা যুক্তি খাড়া করেছেন। সেই যুক্তিটি হোল উমাপদ'র মৃত্যুর আগেই জেলা রেজিষ্ট্রার উমাপদ'র পদে সাগরদীঘি অফিসের নাইট গার্ড শিবপদ মণ্ডল এবং গোয়াস অফিসের পাম্প পুলার ননীগোপাল সরকারকে শিবপদ'র জায়গায় অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগকে বানচাল করে শংকরকে নিয়োগপত্র দেওয়া যাবে না কো অর্ডিনেশন কমিটির মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার এটাই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই কতক-গুলি প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমতঃ ৩-৮-৭৯ তারিখের ১৭০০ ই এম পি নং সরকারী আদেশের ৫-ম অনুচ্ছেদে বলা আছে চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে প্রেরিত প্রার্থীদের সঙ্গে কমপক্ষে ৫ বছর কর্মরত পাম্পাপুলাররা গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কাউকে চাকরি দেওয়া যাবে। ননীগোপালকে এই সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করে তৎকালীন জেলা রেজিষ্ট্রার নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন কেন ? শংকরের নিয়োগকে তিন বছর আটকে রেখে সংশ্লিষ্ট পদে ননীগোপালকে কাজ করিয়ে তার পদটি স্থায়ী করার জন্যই কি এটা করা হয়েছে ? 'কাঠপুতলি' সেজে বসে থাকা আই জি আর দু'দুবার নির্দ্দেশ দিলেন শংকরকে চাকরি দেবার। আবার কো-অর্ডিনেশনের চাপে সে নির্দ্দেশ রাতারাতি পাল্টে দিলেন। বললেন—শংকর এক বছর পরে চাকরি চেয়ে আবেদন করেছে। তাই স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে খুশি রাখতে আই জি আরের এই মিথ্যে ভাষণ কেন ? যদি শংকর এক বছরের মধ্যে চাকরির জন্য আবেদনই না করে থাকে তবে ১১-২-৮০ এবং ৫-২-৮০ তারিখের চিঠি দুটিতে জেলা রেজিষ্ট্রার ও মন্ত্রী শংকরকে তার চাকরির আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করলেন কি ভাবে ? এই সমস্যার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা সবাই কামনা করেছিলেন। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কর্তারা 'গুয়ান' ইউনিটকে অচ্ছুৎ মনে করে তাদের সঙ্গে মীমাংসা আলো-চনাতেও বসতে চাননি। তাই শংকরের নিয়োগ এখনও আটকে রয়েছে। সম্ভবতঃ থাকবেও যতদিন কো-অর্ডি-নেশন কমিটির কর্তারা চাইবেন।

(চলবে)

অযথা হয়রানি

সাগরদীঘি : সম্প্রতি সুতি ব্লক থেকে প্রতি নারকেল চারা ৫'২৫ মূল্যে বিত-রণ করা হয়েছে। সাগরদীঘি ব্লক থেকে নারকেল চারা সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঐ অঞ্চলের কিছু লোক ব্লকের কে পি এস ও এ ই ও-এর স্লিপ নিয়ে সুতি ব্লকে এলেও সকলে চারা পাননি অযথা হয়রানি হতে হয়েছে। চারা সংগ্রহে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অভি-যোগ কেন সাগরদীঘি ব্লক থেকে নার-কেল চারা বিতরণ করা হচ্ছে না ?

ভক্তি ভরে শুন এ অমৃত কথন ঃ

দুর্মুখ

কমরেডস্, আমার বক্তৃতা-মালার প্রথম পর্ব্বে এ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। যদিও আমার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয় তথাপি আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি আমার বক্তব্য আপনাদের ভাল লাগবে। কেননা এ যুগে জ্ঞানের পরিধি কারই বা বেশী আছে? বলতে গেলে বর্তমানে মানুষ পড়তে ভাল বাসে না, শুনে শিখতে চায়। তারা দাদাদের কাছে যা শোনে তাই প্রচার করে। মানুষ এখন বড় ধরনের মাইক্রোফোন ছাড়া কিছুই নয়। কার্ল মার্কসের অর্থনীতি বা বস্তুবাদ কেউ পড়েন না কিন্তু আধুনিক যুবক-দের মুখে সকল সময়ই দেখবেন কার্ল মার্কসের বাণীর বুকনী ঝড়ে পড়ছে। বরং আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি অঙ্কশাস্ত্রে আমার জ্ঞান ভালই রয়েছে এবং তার ফলেই আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে আঙ্কিক যুক্তি দেখাতে সক্ষম হবো।

এইবার আমার প্রকৃত বক্তব্য শুরু করছি। আমি এই সভায় প্রবেশের প্রাক্ মুহূর্ত্তে শুনতে পেলাম কয়েকজন আলোচনা করছেন এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভালরকমই অবনতি হয়েছে। মনে হয় এদের জ্ঞান শোনার দ্বারা পরিবর্ধিত হয়েছে, অনুধাবনের মাধ্যমে নয়। কেননা অঙ্কের সূত্রানুযায়ী ভালরকম কথাটি আপেক্ষিক এবং তুলনামূলক। সেই সূত্রানুযায়ী আমাদের এ রাজ্যের ক্ষেত্রে 'অবনতি' কথাটির শতকরা হিসেব করলেই দেখা যাবে এ রাজ্যে তেমন কোন অবনতি হয়নি বরং এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালই। যেটুকু ঘটনা হচ্ছে তা হচ্ছে শুধু মাত্র রাজনৈতিক মতলব হাসিলের চক্রান্ত। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এ রাজ্যে হচ্ছে ঠিকই। কেননা বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এতো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু বলতে পারেন এ রাজ্যে মালকা সিং, পুতলী বাঈ এর মতো দস্যু সর্দ্দারের নাম শুনেছেন কেউ? কিংবা চম্বল উপত্যকার মত দস্যু অধ্যুষিত অঞ্চল এ রাজ্যে আছে কি? তবেই বুঝতে পারছেন সুপারলেটিভলি বা কম্পারলেটিভলি এ রাজ্যের অবস্থা নিশ্চয় ভাল। তার উপর দেখুন চোখ অন্ধ করে দেবার মত ঘটনা এ রাজ্যে ঘটেছে খুব সামান্যই। বড় জোর ৩টি ঘটনা শুনতে পাওয়া গেছে অন্ধ করে দেবার। কিন্তু এক বিহারেই ঘটেছে ১০-১২টি এ ধরনের ঘটনা। তা হলে দেখা যাচ্ছে শতকরা হিসাবে এ রাজ্য এখনও ২৫% অর্থাৎ শতকরা ৭৫% পিছনে পড়ে আছে। রেল ডাকাতি, বাস ডাকাতির শতকরা হিসাবও খুব একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। ব্যাঙ্ক ডাকাতির ক্ষেত্রেও আঙ্কিক হিসাবে দেখা যায় যা ঘটেছে তা একেবারে নগণ্য। ব্যাঙ্ক ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক মিলিয়ে এ রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ ব্যাঙ্ক আছে। তার মধ্যে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে মোটের উপর একশটির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ শতকরা হিসাবে দাঁড়াচ্ছে ১%। যা অনুবীক্ষণে দ্রষ্টব্য। খুন, রাহাজানি হচ্ছে বই কি। রাজনৈতিক বা শরিকী সংঘর্ষসহ বিভিন্ন ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা খুব বেশী হ'লে হাজার দুয়েকের মত। অতএব আঙ্কিক হিসাবে ৭ কোটি জন অধ্যুষিত এ রাজ্যে মৃত ও আহতের শতকরা হিসাব আবিষ্কার করতে সোমেশ বসুর মত ম্যাথামেটিসিয়ানের দরকার হবে। জমির গণ্ডগোল বা ধান চাল লুঠের ঘটনার হিসাব নিলে কি দেখা যাবে আলোচনা করা যাক। ৭ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ১জন ধনী জোতদার হয়তো আছেন। অর্থাৎ-সাত হাজার জোতদার আছেন আর বাকী সকলেই নিঃস্ব ও মধ্যবিত্ত। তাহলে লুণ্ঠিত হচ্ছেন ধরে নেওয়া যাক ঐ সাত হাজারই। তাহলে শতকরা ১জন লুণ্ঠিত হচ্ছেন। এটা কি মশায় খুব বড় একটা সংখ্যা।

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

■ কোনও ফুলে ফলে বাড়ন্ত গাছে ঘুণ ধরলে যেমন তা ভেতর ভেতর ফোঁপরা হয়ে যায়, তেমনি কালো টাকাও দেশের অর্থব্যবস্থার ঘুণ ধরিয়ে দেয়।

■ এই পাপকে বাড়তে দেবেন না। এর জন্য সব কিছু নষ্ট হবে। এরই জন্য দরদাম বশে আসছে না।

■ কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য বিধি এবং চোরা চালান রোধ ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সরবহার সংক্রান্ত বিধি কঠোর ভাবে বলবৎ করা হবে।

এতে সমাজের উপকার হবে—অর্থব্যবস্থা সুস্থ হবে

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন ঃ

এস কে ঘোষ
অ্যাসিসটেণ্ট পোডাকশান ম্যানেজার
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেণ্টার
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা—৭০০০৭৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম _____
ঠিকানা _____
_____ পিন _____

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

davp 82/173

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রসঙ্গ : বিদ্যুৎ বিল

আপনার পত্রিকার ৭ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত বিভাগীয় কর্মীদের কাজ ফাঁকির খেসারৎ ভূরি ভূরি বে-নজীর বিদ্যুৎ বিল সংবাদটির কিছু অভ্রান্ত অংশ সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হওয়ায় এই প্রতিবাদ পত্র পাঠালাম। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের অন্যতম এক সহকর্মী শ্রীশ্রীরূপ মুখোপাধ্যায় নির্দিষ্ট গ্রাহকের অধিকাংশ সংখ্যকেরই বাড়ীতে সশরীরে উপস্থিত না থেকে মনগড়া রীডিং নিয়ে থাকেন। যেহেতু আমরা তাঁরই সহকর্মী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নই। তাই ভুক্তভোগী বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য সমবেদনা জানান ছাড়া আমাদের করণীয় কিছুই নেই। আমরা সুনির্দিষ্টভাবেই জানি যে শ চারেক গ্রাহক বে-নজীর বিল পেয়েছেন তাঁদের অন্ততঃ শতকরা নব্বই ভাগই শ্রীমুখোপাধ্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাহককুলের অন্তর্ভুক্ত। যে গ্রাহকবৃন্দের বিলের ভুল সংক্রান্ত অভিযোগের ব্যাপারে অফিসে এসে সুবিচার পান না তাঁরাও যেহেতু শ্রীমুখোপাধ্যায়ের রীডিং এর এক্তিয়ার-ভুক্ত তাই শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অফিসে ঠিকমত হাজিরা না দেওয়ার জন্যই উপরোক্ত গ্রাহকবৃন্দের অভিযোগের সুবিচার আমাদের ইচ্ছা থাকলেও করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে বিশেষ একজন কর্মীর কর্ত্তব্যে গাফিলতির দায়ভার বিদ্যুৎ সংস্থার সমস্ত কর্মীর উপর চাপানোটা কি একজন সাংবাদিকের প্রকৃত সংবাদ পরিবেশনের পর্যায়ে পড়ে? প্রতিবেদনে প্রকাশ—সরেজমিন তদন্তে দেখা যাচ্ছে মার্চ মাসের পর মে ও জুন মাসে কোন কর্মচারী গ্রাহকদের বাড়িতে মিটার রীডিং নিতে যাননি। আর এক জায়গায় লিখেছেন—সমস্ত ঘটনা ধরা পড়েছে জুন মাসে প্রকৃত রীডিং নেওয়ার সময়। কোন কর্মীই মে ও জুন মাসে রিডিং নিতে গ্রাহকের বাড়িতে যান নি অথচ সমস্ত ঘটনা জুন মাসে প্রকৃত রীডিং নেওয়ার সময়' ধরা পড়ল কিভাবে। সংবাদে প্রকাশ ষ্টেশন সুপারিনটেণ্ডেন্ট শ্রীএ জি দাস কর্মীরা গ্রাহকদের বাড়িতে রীডিং নিতে যান নি একথা স্বীকার করেছেন। আমরা বিদ্যুৎ কর্মীরা শ্রীদাসের প্রতি উপরোক্ত সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোয় উনি আমাদের বলেন এই সংবাদ পরিবেশন সর্বৈব মিথ্যা। শ্রীদাস যদি উপরোক্ত স্বীকারোক্তি করে থাকেন তবে সেটাও একপ্রকার মিথ্যাভাষণ কারণ কোন কর্মী গ্রাহকের বাড়িতে মিটার রীডিং নিতে যান না এটা অবাস্তব। আবার শ্রীদাস আমাদের কাছে বলছেন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর কোন প্রতিবেদকের সাথে এই সম্পর্কীয় কোন আলোচনাই করেন নি। বিপরীত ধর্মী ভাষণের মাঝে পড়ে আমরা বুঝতে পারছি না কার কথা ঠিক। তাই প্রতিবেদককে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, তিনি যে কোন একদিন অফিসে এসে এস. এস শ্রীদাসের মুখোমুখি বসে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করেন।

শ্রীশুভেন্দুবিকাশ মল্লিক ও
আরো কয়েকজন।
রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র

প্রতিবেদকের জবাব : প্রতিবাদ পত্রে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়ছে যে ৪৫০ গ্রাহক বে-নজীর বিদ্যুৎ বিল পেয়েছেন। এর ৯০ ভাগ দায় চাপানো হয়েছে একজন কর্মচারীর উপর। বাকী ১০ ভাগের দায়ত্ব অন্য কারও থাকলেও তাঁদের নাম প্রতিবাদে অনুল্লিখিত রয়েছে। 'কেন এত বে-নজীর বিদ্যুৎ বিল' এ সম্পর্কে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা টেলিফোনে এস এস এ জি দাসের সঙ্গে কথা বলি। প্রতিবেদক একজন ভুক্তভোগী। তাই ব্যক্তিগতভাবে ১৬ জুলাই দুপুর নাগাদ এস এসের সঙ্গে অফিসে দেখা করি। তখন তিনি গ্রাহকদের বিল জমা নিচ্ছিলেন। ঐ অবস্থায় তার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় জানতে পারি আসল তথ্যটা। এস এস কখনই এ ব্যাপারে গাফিলতির দায় কোনো বিশেষ কর্মচারীর উপর চাপান নি বা কারো নাম করেন নি। আমরাও ব্যক্তি বিশেষকে চিহ্নিত করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাই নি। সরজমিন তদন্তে দেখা গেছে মার্চের পর এপ্রিল ও মে মাসে কর্মীরা রিডিং নিতে যান নি পরে জুন মাসে ব্যাপারটি ধরা পড়ে। আমাদের চোখ এড়িয়ে প্রতিবেদনে সামান্য ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সমতা—মমতা—ক্ষমতা

রচনা : শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সমতা মানে সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলং।
তয়োর্বিবাদ মৈত্রীঞ্চ নোত্তমাধময়ঃ ক্বচিৎ।

দুজনের যদি সমান ধন ও সমান বল থাকে, তাদের মধ্যেই বিবাদ বা মিত্রতা শোভা পায়। উত্তমে অধমে কখন বিবাদ বা বন্ধুত্ব সাজে না।

মানুষে কথায় কথায় বলিয়া থাকে—

"যে যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

যাকে কখনও সাপে দংশন করেনি, সে বিষে যাতনা যে কি তা কেমন করিয়া অনুভব করিবে?

প্রায় দেখা যায়—একজন মুটে যদি কোনও বাবু লোককে তার মোট নামিয়ে দিতে, বা মোট তুলে দিতে বলে, বাবু রাগান্বিত ভাবে তাকে ভৎর্সনা করেন—বেটা মানুষ চিনিস না, আমি তোর মোট তুলে দিবার লোক? যদি সে কোন মুটেকে তার মোট তুলে দিতে বা নামিয়ে দিতে বলে, সে বিনা আপত্তিতে তার কাজ করে দেয়। কারণ সে জানে যে মোট বহা কি কষ্ট। উভয়েই সমান অবস্থার লোক।

এই সমতার জন্যই মমতা আসিয়া তার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করে তাই, সে তার মত দুঃখীর দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

একদিন সমতা ছিল, মমতাও ছিল, হঠাৎ তা দূর হ'য়ে যায়, যদি তারই মধ্যে একের হঠাৎ ক্ষমতা এসে জোটে। ক্ষমতা পাইবামাত্র সমতা ও মমতা নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষমতা অহংকারের জননী। ক্ষমতা বা সামান্য ঐশ্বর্য্য মানুষের অতীত স্মৃতি লোপ না করিলেও সে ভান করে যে চিরদিনই এই অবস্থার লোক, কোনও দিন হীন দশা তার ছিল না। একটি গল্প শুনুন—

এক দুঃখিনী পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, আদা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় হাঁক ছেড়ে বেচে বেড়াতো। তার ভগবৎ-দত্ত একটী ঐশ্বর্য্য ছিল—সেটী তার রূপ ও যৌবন।

এক রাজবাড়ীর মালিক হয়েছেন এক তরুণ কুমার। সেই রাজবাড়ীর পেছনের খিড়কীর দিকে এক তাঁতি বাস করে। তাঁতীর স্ত্রী আছে, ২টি ছোট ছোট ছেলে আছে। এই তরুণী পেঁয়াজবেচুনী রাজবাড়ীর খিড়কীতে এসে ডাক দিল—পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, আদা নেবে গো। কুমারের খাস-খানসামা তাকে পেঁয়াজ নেবে বলে অন্দরে ডেকে নিয়ে গেল। সে অন্দরে ঢুকলো কিন্তু আর বেরুলো না। তাঁতি দেখেও দেখলো না। বড় ঘরের কথা কইতে নেই—এ নীতি তাঁতির জানা ছিল।

কাল যে পেঁয়াজ বেচুনী ছিল, আজ সে রাণী হয়েছে। তাঁতি দেখে—সে কত রকমের শাড়ী, কত রকমের গয়না প'রে রেলিঙের ধারে দাঁড়ায়। তাঁতি তার পত্নীকে সাবধান ক'রে দেয়—যেন কারো কাছে কোন গল্প না করে। রাজারাজড়ার ব্যাপার দেখেও দেখতে হয় না।

একদিন অন্য এক দুঃখিনী পেঁয়াজ-ওয়ালী রাজবাড়ীর খিড়কীতে এসে হাঁক দিতেই ভূতপূর্ব্ব পেঁয়াজ-বেচুনী—অধুনা রাণী বেড়িয়ে এসে তাকে তার চুপড়ি নামাতে বল্লেন। সে নামালো। রাণী তখন একটী লঙ্কা তুলে নিয়ে—তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ গা এটা কি জিনিষ? বেশ সুন্দর তো! বাঃ কেমন লাল!

পেঁয়াজ ওয়ালী—মা একে লঙ্কা বলে।

রাণী—খেতে মিষ্টি?

পেঁয়াজ ওয়ালী—না, মা খুব ঝাল।

রাণী—এত সুন্দর জিনিষ ঝাল!

(একটা পেঁয়াজ দেখিয়ে) এ কি জিনিষ?

পেঁয়াজ-ওয়ালী—এর নাম পেঁয়াজ মা।

রাণী—(একটা রসুন দেখিয়ে) এগুলো বুঝি সাদা পেঁয়াজ?

পেঁয়াজ-ওয়ালী—না, মা, ওর নাম রসুন!

তাঁতি এইবারে আর সহ্য করতে পারলো না। তার স্ত্রীকে বল্লে—"চলো আর এখানে থাকা হবে না। বাপরে! এই দু'বৎসরের মধ্যে পেঁয়াজ, লঙ্কা ভুলেছে! ওর কিছু করতে পারবো না, আর সহ্যও হচ্ছে না।" এই বলে তাঁতি তার সর্ব্বস্ব নিয়ে নদীর ওপারে অন্য রাজার জমিদারীতে তার কুঁড়ে ঘর বেঁধে তাঁত বুনতে লাগলো।

কিছুদিন পরে রাজকুমারের খেয়াল হয়েছে—তাঁতি বহুদিন হ'তে এইখানে বাস করে। সে গেল কোথা? কেনই বা গেল? সন্ধান নিয়ে তাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখান হ'তে চলে গেলে কেন? তোমার উপর কোনও অত্যাচার হয়েছে নাকি? তাঁতি করজোড়ে নিবেদন করলো—বাবা একটু গোপনে আমার দুখের কথা শুনতে হবে। রাজকুমার তার মুখে সেই পেঁয়াজ-বেচুনীর দেমাকের কথা শুনে তার পর দিনই তাকে বিদায় করলেন। তাঁতি আবার তার পুরাতন ভিটেতে ফিরে এলো।

সমতা ও মমতা—ক্ষমতার জন্য কিরূপভাবে নষ্ট হয়, তাহা আমাদের হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভুঁইফোড়দের দেখেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। এরা যখন আবার পূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হয় তখন সকলেই আনন্দিত হওয়া ছাড়া দুঃখিত হয় না। এই সব আবুহোসেনী বাদশাহী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P O. Farakka S. T. P. P. Murshidabad

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of fhe undersigned during working hours of date mentioned for sale of document on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20|- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office Khejuriaghat or demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

Tender will be received upto 11 00 hours. of the respective date of opening of the tender as given below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D / Cost of tender paper (in Rs.)	Date of opening/ Period for sale of documents
1.	Waterproofing treatment of Buildings (Roofs) at ty. Township of F. S. T. P. P. NIT No.—FS : 42 : CS : 71/T-51/82	0·8/ 4 months	1600 00/25 00	30. 8. 82/ 13. 8. 82 to 28. 8. 82
2.	Annual Service Contract for maintenance of sewage system at ty. township of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 95·1/T-52/82	0·4/ 12 months	800·00/25·00	Do
3,	Annual Service Contract for operation of pumps including routine maintenance and repair maintenance of internal & external water supply system at ty. township of FSTPP. NIT No.—FS : 42 : CS : 92·1/T—53/82	0·45/ 12 Months	900·00/25·00	Do
4.	Electrification of Nursery School, Pump House & Milk Booth at ty. township and ty. Canteen Building at plant site of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 373/T-54/32	1·25/ 6 months	2500 00/50·00	31. 8. 82/ 13. .8 82 to 30. 8. 82
5.	Diversion of overhead 11 KV H. T. line at Field Hostel area of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 372/T-55/82	0·37 3 months	750·00/25·00	Do
6.	Annual Service Contract for Security Coverage of ty. township, Field Hostel Complex, Permanent Guest House at Farakka, Dist. Murshidabad and Transmission line offices at (i) Berhampore Dist. Murshidabad & (ii) Suri Dist, Birbhum of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 374/T-56/82	1·5/ 12 months	3000 00/50·00	6. 9. 82/ 13. 8. 82 to 4. 9. 82

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax clearance certificates valid electrical contractor's licence for electrification work and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions
3. General conditions of contracts can be seen in the Office of the undersigned on any working day during working hours
4. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Farakka Super Thermal Power
Plant. Dt. Murshidabad : West Bengal.

ভাঙ্গনের রুদ্রমূর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সোমবারও এক পদস্থ অফিসার পুনরায় জানিয়েছেন, মিঠিপুরের ভাঙ্গন কবলিত স্পার দুটি ফরাক্কা ব্যারেজকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে যা কিছু করণীয় সবই কেন্দ্রীয় সরকারের। এদিকে গঙ্গা ভাঙ্গন নিয়ে মহাকরণ থেকে প্রায় প্রতিদিনই খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের সেচ মন্ত্রীর কাছে জেলার দুই মন্ত্রী ভাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে কলকাতায় ছুটে গেছেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতা আবদুস সাত্তারও জরুরী বার্তা পাঠিয়ে ভাঙ্গন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। শেষ খবর মিলেছে, আজ কেন্দ্রীয় সরকারের একদল প্রতিনিধি স্থানীয় এম এল এ হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে লঞ্চযোগে ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন।

শুন এ অমৃত কথন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

না তার জন্য মনে করতে হবে আইন শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। অতএব ঐ সমস্ত ঘটনা একান্তই নেগলিজিবল্। শতকরা হিসাব আরো সঠিকভাবে করলে দেখা যাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি প্রচারটি একেবারে অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত। এ সম্বন্ধে আরো অনেক নজীর টানা যায়। কিন্তু আমার সময় কম। এরই মধ্যে সময়ের প্রায় ৭৫% খরচ হয়ে গেছে। তাই এবার শুধু পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। পুলিশ নিষ্ক্রিয় এই অভিযোগ কতটা সত্য দেখা যাক। নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ অভিযোগকারীর পক্ষে পুলিশ সক্রিয় নয় এই তো? কিন্তু অভিযোগকারী কজন? পূর্ব্বের হিসাব অনুযায়ী নিশ্চয়ই শতকরা একজনের বেশী নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে পুলিশ এক পার্শেন্ট নিষ্ক্রিয় ও নিরানব্বই পার্শেন্ট সক্রিয়। সে ক্ষেত্রে তো তাদের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া উচিৎ। অতএব আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি পুলিশ যথেষ্ট এবং শতকরা হিসাবে বিশেষভাবে সক্রিয় এবং তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের ভিত্তি নেই। আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন। এবং এ রাজ্যের বর্ত্তমান সরকারের কাজের প্রশংসায় জয়ধ্বনি দেবেন।

বিনা অডিটেই গ্র্যান্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পারেনা। গত বছর দিনক্ষণ স্থির করেও শেষ পর্যন্ত 'খাতাপত্র ঠিক হয়নি' এই অজুহাতে ঐ কলেজে অডিট ভেস্তে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

মিলেছে মাত্র ২ হাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আপাততঃ মহকুমায় অঞ্চল প্রতি ২০টি নতুন রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলেই রেশন কার্ডের জন্য এত হাহাকার বলে জানা গেছে। সমস্যা মেটাতে প্রয়োজন অন্ততঃ ১ লাখ রেশন কার্ড।

অধ্যক্ষের অবসর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে। এদিকে অধ্যক্ষহীন জঙ্গিপুর কলেজে বিশৃংখলা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার ক্লাস চলাকালীন কলেজে দুটি বড় ধরনের বিস্ফোরণের শব্দে ছাত্র-ছাত্রীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। গত দু'দিন ধরে কলেজে বেশীর ভাগ ক্লাসই অফ যাওয়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন ঐ কলেজে অধ্যক্ষের কাজ চালাচ্ছেন কলেজেরই অধ্যাপক। নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজে কে যোগ দেবেন এখনও সে সম্পর্কে কোনও নাম চূড়ান্ত হয়নি বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, প্রায় ৮০ শতাংশ আউস এবং ৪০ শতাংশ পাট পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত জেলায় ৮ শতাংশ জমি বোনা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্যবার এ সময় পর্যন্ত প্রায় ৮৭ শতাংশ জমি বোনা সম্পূর্ণ হয়। মন্ত্রী আরো বলেছেন, জেলার খাদ্য পরিস্থিতি খুব সংকটজনক সময়মত সাহায্য না মিললে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। আইন-শৃংখলারও ব্যাঘাত ঘটবে। মন্ত্রী স্বীকার করেছেন জেলার কোন কোন অঞ্চলে খাদ্য লুঠের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। মুরশিদাবাদের ভরতপুর ব্লকের বিডিও বৃহস্পতিবার একদল সি পি এম কর্মীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে পুলিশী সূত্রে জানা গেছে। ঐ দিন বিডিও একটি গ্রামে গেলে সি পি এম কর্মীরা খয়রাতি সাহায্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। বিডিও তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করলে কর্মীরা তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এর প্রতিবাদে অফিসের কর্মীরা পরদিন কাজকর্ম বন্ধ করেছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে জঙ্গিপুরের কোন কোন অঞ্চলে গত সপ্তাহে বেশ বৃষ্টিপাত হওয়ায় চাষবাসের কাজ শুরু হয়েছে। বেসরকারী হিসেবে মহকুমায় প্রায় ৭০ শতাংশ জমির চাষবাস শেষ হয়েছে। কৃষিমজুরদের মজুরি কোথাও কোথাও ১১ টাকায় উঠেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৭টি গ্রামে মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে কৃষিমজুরদের ধর্মঘট পালিত হয়েছে বলে খবর মিলেছে।

নিখিলবঙ্গের শিক্ষক সম্মেলন

সাগরদীঘি : ২৫ জুলাই মনিগ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাগরদীঘি চক্রের ২১তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে ৭০ জন শিক্ষক ও ২ জন জেলা প্রতিনিধি যোগ দেন। এছাড়াও আমন্ত্রিত ৬ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সমিতি সংগ্রামী ঐতিহ্য ও শিক্ষা স্বার্থে বামফ্রন্টের গৃহীত কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী বছরের জন্য নরেশচন্দ্র সাহাকে সভাপতি এবং জয়গোপাল চক্রবর্ত্তীকে সম্পাদক করে ২৫ জনের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

আর এস এস-এর গুরু পূজা

রঘুনাথগঞ্জ : রাখী পূর্ণিমার দিন রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুলে স্থানীয় আর এস এস-এর কর্মীরা জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গুরু পূজা অনুষ্ঠান পালন করেন। সভায় সংঘের বিভিন্ন কার্য্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও
বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।